মনেরে আজ কহ যে ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে

সুজাতা নন্দী

সচেতন ভাবে মন সত্যি মেনে নিলেও অবচেন মন তা পারে না। আমার মত অনেকে এক না পাওয়াকে তুচ্ছ ভেবে জীবনের পথে এগিয়ে না গিয়ে চরম বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তোলে সংসার জীবন। তখন তার আঁচ পায় তার চারপাশের মানুষ। কেউ বিদ্রুপ করে কেউ সমব্যথী হয়। আমাকে কেউ কোন দিন বিদ্রুপ করেনি, তবু এক আকাশ বিষণ্ণতা আমাকে গিলে খেত সারাদিন। চারপাশে এত এত পাওয়া তবু এক না পাওয়া কুরে কুরে খেত সারাক্ষণ। জীবনের ভালো মন্দের হিসাব গুলিয়ে যেতে থাকে। মা-আমার শাশুড়িমা প্রথম বলল একটা বাচ্চা দত্তক নাও। এর পর শশুরবাড়ীর অনেকেই বলেছে দত্তক নেওয়ার কথা। কোথায় পাবো কি ভাবে পাবো এই ভাবনা মাথায় ভর করল।যাকে সামনে পাই তাকেই বলি যদি কোন সাহায্য করতে পারে। অনেকেই খবর দিল কিন্তু পরে দেখলাম সে পথ ভুল। অনেক খবর নিয়ে যোগাযোগ করি বেশ কয়েকটি হোমের সাথে কিন্তু তারা জানায় registration হচ্ছে না, হলে জানাবে। এক আকাশ আশা নিয়ে হোমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই আর ফিরে আসি এক রাশ নিরাশা হতাশা নিয়ে। নিজেকে খুব অসহায় লাগতে থাকে, এরই মাঝে ডাক্তার নার্সিংহোম লেগেই থাকে। এত কঠিন পরিস্থিতি তখন পেরিয়ে এসে আজ মনে হয় তখন কত অসহায় ছিলাম, কতো বোকা ছিলাম। প্রতিবার IVF করার পর ১৪ দিন গভীর উৎকন্ঠায়, ভাললাগায় কাটত, যদি সত্যি হয় সব কিছু, না সব শেষ, আবার হেরে গেলাম। ঠিক করলাম আর না, ডাক্তারের কাছে আর যাব না। কিন্তু-

কি এক জুয়াড়ির নেশায় ধরে ছিল আমাকে, বার বার হেরে যাই হতাশ হই, নিঃস্ব হই প্রতীজ্ঞা করি আর নয়, কিন্তু শরীরের ক্লান্তি দূর হতে না হতেই জুয়ারী মন আবারও বাজী ধরে নিজের ব্যর্থতাকে। বার বার হারে তবু খেলা ছাড়তে চায় না মন।

কোন এক ক্লান্ত সময় খোঁজ পায় মন CARA-র। সফল হব না ভেবেই ফর্ম ফিলাপ করি। সব আশা শেষ তবু কোথায় যেন এক বিন্দু আশা ছিল। প্রায় দুই বছর পর ই-মেল-এ দেখলাম আমরা পেতে পারি আমাদের আকাঙ্খিত সম্পদ। সবাইকে বলতে ইচ্ছা হল। কিন্তু সে আনন্দ মনে চেপে রাখলাম ভয়ে যদি সব না পাই। এরপর আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। চোদ্দ দিনের মধ্যে সব স্বপ্ন সফল হল। বার বার হেরে যেতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে দিন হোমে যাচ্ছি আমার ছেলেকে আনতে সেদিনও আমার চেতন ও অবচেতন মনের বোঝাপড়া চলছে। সাফল্য আর ব্যর্থতার তরবারির আঘাতে আঘাতে আমি ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি, রক্তাত করছে প্রতি মুহূর্ত আমাকে। শেষে যখন হোমে গিয়ে কোলে নিলাম তাকে, তখন এক অন্য অনুভুতি, ভয় কাজ করল, পারব তো এই গুরু ভার ঠিকঠাক পালন করতে? কিছুক্ষণ পরেই এক অনাবিল আনন্দ আমার সব ভয় দূর করে দিল। আমরা আমাদের সন্তানকে নিয়ে বাড়ীর পথে চললাম। মনে হতে লাগল কোন এক অজ্ঞাত কারনে এত দিন মা ছেলের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা আজ ভগবানের দয়ায় আর আমাদের প্রিয় মানুষদের ইচ্ছায় দূর হল। একে অপরকে কাছে পেলাম। বাড়ি আসার দীর্ঘ পথ যেন আরও দীর্ঘতর মনে হতে লাগলো। শুধু মনে হতে থাকলো কখন বাড়ি যাব আর সবাই দেখবে আমাদের ছেলেকে। বাড়ীর সবাই খুব আনন্দিত ওকে পেয়ে, সারা সন্ধ্যে সকলের সাথে ও বেশ কাটালো। এরপর দিন ১৫ চুপচাপ রইল, সব দেখল বোধহয়। তারপর শুরু হল তার দুরন্তপনা, তবে বাড়ীতে দাদা, দিদি ও আরও আটজন, আমরা এক সাথে থাকি। বেশ মজা করেই দিন কাটতে থাকে

আমাদের, সবার সাথে বড়ও হতে থাকে দেবানসু। এই চার বছর নানা সময় নানা বাধা এসেছে তবে বাড়ীর সকলে মিলে তার সমাধান করেছি। কখনও তা গুরুভার মনে হয়নি, নিজেকে অসহায় বলেও মনে হয় নি।

এই করোনা পরিস্থিতি তে আমরা সকলে মিলে মজা করে, গল্প করে, ছাদে খেলে, ছাদে গাছ লাগিয়ে নতুন অনেক কিছু শিখে বই পড়ে আনন্দে থাকতে চেষ্টা করেছি। তবে দেবানসুর জন্য আরও সহজ হয়েছে এই ঘর বন্দী অবস্থায় থাকাটা। সারাটা সময় বেশ ব্যস্ততায় কাটছে আমাদের। সকলে ভালো থাকবেন। অন্যকে ভালো রাখবেন।

আমি এবং আমার স্বামী, মৃণাল, আমাদের ছেলে দেবানসুকে নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে আত্মজার সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত আছি। দেবানসুকে নিয়ে আমাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে পেরে ভালো লাগলো।